প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৬৭

মুদ্রাকর—
ঘোষ প্রিণ্টকো
১১, রাইচরণ পাল লেন
কলিকাতা-৪৬

বাঁধাই—
ভারত শিল্প নিকেতন
৫৬, সূর্য সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

পরম পূজনীয়—

স্নেহময় দাদা

শ্রীযতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী

করকমলেষু

নরেশ ও প্রতিমা

ক্রৌঞ্চমিথুন……

আমাকে এক সুধী বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন,— আপনার কি মিথুন লগ্নে জন্ম? প্রশ্ন করেছিলাম কেন বলুন তো? উত্তরে বলেছিলেন তিনি…ক্রৌঞ্চমিথুনের পাণ্ডুলিপি পড়ে তাই মনে হয়। তবে এ কথা নিশ্চয় বলবো…মিথুন লগ্নে আমার জন্ম না হলেও সমগ্র সৃষ্টির মূলে রয়েছে এই মিথুন-লীলা। ক্রৌঞ্চমিথুন রূপক মাত্র। লক্ষ্মীনারায়ণ, হরপার্বতী, রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম এই রূপকেরই প্রতীক হয়ে আছেন আমাদের সংসারে। কিন্তু এই মিথুন-লীলায় যে দৃশ্যকাব্যের সৃষ্টি হয়…সে বিভ্রান্তি…সে মায়া। তাই প্রশ্ন থেকে যায় তা'হলে সে সত্য কি যার উপরে কবির কাব্য-কর্ম? সে সত্য আদি কবি বাল্মীকি আবিস্কার করেছিলেন, যখন মিলন-প্রয়াসী ক্রৌঞ্চমিথুনের একটির অঙ্গে নিষাদের নির্মম শায়ক বিদ্ধ হয়েছিল। বেদনালাঞ্ছিত আদি কবির মহাপ্রাণ হাহাকার করে কেঁদে উঠেছিল। সেই বেদনায় জন্মলাভ করেছিল তাঁর প্রথম কাব্যশ্লোক :-

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম॥

তাঁর মহাকাব্য রামায়ণ এই বেদনারই ইতিহাস। রঘুপতি রাম আর জনকনন্দিনী সীতার কাহিনী…নিষাদ শায়ক বিদ্ধ এই ক্রৌঞ্চ-মিথুনেরই কাহিনী।

এ কাহিনী আছে প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে। এ কাহিনী আছে আমাদের জীবনবেদে। আমার ক্রৌঞ্চমিথুন কাব্যগ্রন্থের পূর্ব প্রবাহ ও উত্তর প্রবাহ নিয়ে যে কাব্য-মিথুনের সৃজন হয়েছে তার মধ্যে শাশ্বত বেদনার মর্মবাণীই অনুরণিত হয়েছে।

ক্রৌঞ্চমিথুন আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। এর সবগুলি কবিতাই অমৃত, নবকল্লোল, মাসিক বসুমতী, প্রবাসী, স্বদেশ, বোধন, শঙ্খ, অন্তরঙ্গ, আসর, সুর্য, নদীয়ামুকুর, স্বাক্ষর প্রভৃতি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আমার সহধর্মিনী প্রতিমা চক্রবর্তী বিরচিত কয়েকটি কবিতাও এর মধ্যে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে।

পূর্ব প্রবাহ ও উত্তর প্রবাহ ছাড়া একটি কবিতা সংকলন এর সংগে সংযোজিত হয়েছে। এই সংযোজনে…কবিতার কোন ধারাবাহিকতা রাখা হয়নি বটে তবে মূল সুরের ব্যঞ্জনার প্রকাশ কোন কোন কবিতায় পাওয়া যাবে।

নববারাকপুর সাহিত্যিকার সর্বাধ্যক্ষ অগ্রজপ্রতিম সাহিত্য-ঋষি শ্রীযুক্তযোগেশচন্দ্র বাগল এই কবিতাগুলির প্রথম শ্রোতা। তাঁরই একান্ত আগ্রহে কবিতাগুলিকে গ্রন্থবদ্ধ করতে প্রয়াস পেয়েছি। তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। বন্ধুবর শ্রীসুবোধ বসুর কাব্যপ্রীতি আমার কবিতাগুলিকে গ্রন্থাকারে রূপ দিয়েছে তার জন্য রইল আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দেই শ্রীঅরুণ বণিককে। তিনি আমার কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদপট এঁকেছেন।

সবিশেষে স্মরণ করি সুসাহিত্যিক বন্ধুবর গৌতম সেন, কানাই দত্ত, পলান চক্রবর্তী ও বিমল দেবকে। কল্যাণীয় নিখিলেন্দু, পূর্ণেন্দু, রেবা, ইভা, কুন্তল, উৎপল ও চঞ্চলের কথাও বলি! এদের সক্রিয় উৎসাহ ও সহযোগিতা আমার গ্রন্থ প্রকাশে বিশেষ সাহায্য করেছে।

নরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী

পূর্ব প্রবাহ

এক সাগর এক আকাশ,
মনে হয় দুজনায় দুজনার কত কাছে কাছে।
এক সাগর এক আকাশ,
মনে হয় দুজনায় দুজনারে যেন ছুঁয়ে আছে।
তবু সে ত' কাছে নয়,
তবু ত' সে ছোঁয়া নয়,
তবু কেন মনে হয়···
তবু কেন তরঙ্গ-তৃষায় ক্রৌঞ্চ-মিথুন চেয়ে রয়?

ঢেউগুলি তবু কেন ভেঙে ভেঙে পড়ে,
মাছরাঙা পাখিটি যে উড়ে উড়ে মরে,
পাগল-বাতাস লাগে ঝাউ এর মাথায়,
দাঁড়িয়ে সে দিন রাত কিসের আশায়?
যেখানে আকাশ মিশে সাগরের গায়,
আকুল আবেশে শুধু তার স্বাদ চায়?

এক নর···এক নারী,
মনে হয় দুজনায় দুজনার কত কাছে কাছে।
এক সাগর......এক আকাশ,
মনে হয় দুজনায় দুজনারে যেন ছুঁয়ে আছে।
তবু সে ত' কাছে নয়,

তবু ত' সে ছোঁয়া নয়,
তবু কেন মনে হয়···
তবু কেন তরঙ্গ-তৃষায় ক্রৌঞ্চ-মিথুন চেয়ে রয় ?

২

তুঙ্গ কাঞ্চন জঙ্ঘা···
তুষারের তরঙ্গ রক্তিম,
নতুন সূর্যের রং···প্রথম পরশ,
ঔদার্যের অসীম উচ্ছ্বাস।
মহাকাল···
বার্চহিল, ম্যাল···জলাপাহাড়—
নীচেয় তিস্তার বুকে দুধের সাগর।
ঘোড়ায় চড়েছো কোন দিন ?
দিগন্তের নগ্ন-শোভা দুরন্ত আহ্বান,
নবীন যৌবনা বধূ ব্রীড়াহীন অজস্র উল্লাস,
সে ঘোড় সোয়ার।
টক্‌বক্ টক্‌বক্ বুকের নাচন···
ক্ষীরোদ সমুদ্রে যেন সাগর মন্থন,
অমৃতের বার্তা বয়ে আনে।
ভুটানী সে নবীন যুবক···
ঘোড়ার চাবুক হাতে জিন টেনে ধরে—
সুঠাম বঙ্কিম গ্রীবা।
তার পরে হাত রেখে নেমে আসে বধূ,
চটুল নয়ন দুটি হাসে খিল্‌খিল্
শির শির করে পাইনের পাতা।

৩

নতুন বিয়ের বর আর নববধূ,
বিয়ে হয়েছে সবে ক'দিন আগে।
বিষ্ণুপুরের শাড়ী আর সিঁদুর-লাগা পাঞ্জাবি,
জড়োয়া গহনার ভিড় হাতে গলায় বুকে……
শুধু হীরা-পান্না-বৈদুর্যের বিভ্রান্তি।

ট্রেনে যাবে ওরা ব্যাণ্ডেল থেকে নৈহাটি,
সাটেল ট্রেন…কামরায় কেউ নেই…ওরা একা।
প্রগলভ গ্রামিক যৌবন রাত-জাগা চোখ,
কত মধু জীবনের প্রথম আস্বাদ,
নিরুক্ত ভেজা ওষ্ঠের বাণী।

নতুন বর নতুন ঘর…ব্যাণ্ডেল থেকে নৈহাটি,
মাঝ খানে গঙ্গা……গাঙ শালিকের বাসা।
তার বুকে কঠিন লোহার জড়োয়া।
কারখানার সাইরেন বাজে…
কামরায় অনেক লোক…ট্রেন ছাড়তে দেরি নেই।

৪

তোমারে কি দিয়ে বাঁধিতে যে পারি
জানি না হে মোর প্রিয়া,
তোমারে কেমনে চিনিতে যে পারি
না জানি কি মন নিয়া।

তোমার হাসির বিজুলি ঝলকে,
দ্যুলোক নাচিয়া ওঠে যে পলকে ;
শত সূর্যের আলোকে আলোকে
শুধু করে কাড়াকাড়ি,
তোমার চোখের চকিত চাহনি
সকলেরে যায় ছাড়ি।
সাগরের বুকে নাচে যে জোয়ার,
তোমারই পরশ যাচে অনিবার ;
ভেসে আসে কানে তার গানে গানে
কোন্ অসীমের সুর,
তুমি হাস বসে সীমার মাঝারে
সুষমায় সুমধুর।
মন-বনে মোর কত যে মধুপ,
কনক চাঁপার রূপে অপরূপ ;
রঙে রঙে তার ফুলে ফুলে করে
কি গোপন কানাকানি।
সবাই শুধায় মনের সুধায়,
হয়েছে কি জানাজানি।
ওগো প্রিয়তমা মোর শ্যামলিমা,
শত জীবনের রাঙ্গা অরুণিমা ;
হাজার হাজার বছরের আগে
যেদিন প্রথম দেখা,
সেই দিন হতে তোমায় আমায়
চলেছে মনের লেখা।

সহসা হেরিনু একি রূপ তব,
কোথা ফুলদল কোথা সৌরভ :
বহ্নি নয়নে বিদ্যুৎ খেলে
ঢেকেছে আকাশ মেঘে,
শূন্য তীর্থ......প্রেম-মন্দিরে
প্রেতিনী উঠেছে জেগে।
অট্টহাসিতে বিদরে গগন,
বিষের বিষাণ বজ্র-ভীষণ ;
ঘন-রজনীর বুকের উপরে
একি নিরমম নৃত্য,
সুন্দর তব লীলাভূমি ভরি
একি খেলা দেখি নিত্য ?

* * * *

নিশি কেটে যায় কেটে যায় ঘোর,
ভোরের বাতাসে শিশিরের লোর ;
বর্ষণ শেষে সোহাগ-শেফালি
পরেছে শুভ্র সাজ,
ওগো নিরুপমা একি নব-রূপে
দেখা দিলে তুমি আজ !
নয়নে তোমার প্রভাতের আলো,
কত করে যেন বাসিয়াছ ভালো ;
আমার ভুবনে ভুবনে তোমার,
নীল নয়নের মায়া,
বুঝি না কখন ছায়া ধরে এস,
কখন ধর যে কায়া !

অনাদিকালের এই খেলা প্রিয়া,
তোমায় আমায় মন দিয়া নিয়া ;
পূর্ণিমা রাতে সুধার পাত্র পূর্ণ করিয়া রাখো,
আজি কথা নয় আঁখির আকাশে
আঁখি দুটি চেয়ে থাকো।

৫

আরও আছে আরও আছে পথ,
দিগন্তের অন্ত নাই···চালাও···চালাও রথ,
পশ্চিম সাগর পারে,
পূর্বাশার জন্ম পারাবারে।
সপ্তাশ্বের হ্রেষা ধ্বনি স্তনিত গগন,
অণু হতে অনুক্ষণ অণুর রণন,
নব নব সূর্যের জনম।

বুদ্বুদ ওঠে আর বুদ্বুদ ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়,
তাদেরইত' নাম লেখা তরঙ্গ মালায়,
ঢেউ লাগা বালুচরে,
জীবন সাজানো থরে থরে।
অন্তহীন কলরোল অমৃত-মন্থন,
অণু হতে অনুক্ষণ অণুর রণন,
নব নব সূর্যের জনম।

গর্ভবতী এ প্রকৃতি ক্ষণ হতে ক্ষণে,
স্বজন-জীবন ধারা স্তন হতে স্তনে,
সে সুধা অঝোর ধারে,
কুঁড়ি ও কমল বারে বারে,
রূপ-হতে রূপান্তর···নিত্য আবর্তন।
অণু হতে অনুক্ষণ অণুর রণন,
নব নব সূর্যের জনম।

আরও আছে আরও আছে পথ,
দিগন্তের অন্ত নাই চালাও চালাও রথ,
আঁধারের পরপারে···
আলোকের জন্ম পারাবারে।
সপ্তাশ্বের হ্রেষা ধ্বনি স্তনিত গগন,
অণু হতে অনুক্ষণ অণুর রণন,
নব নব সূর্যের জনম।

৬

প্রেমের পৃথিবীখানি ফুল ফোটে নিকুঞ্জ ভরিয়া।
রঙে রঙে আলপনা রূপগন্ধ উঠিছে উচ্ছ্রিয়া॥
অনন্ত কামনা মোর মধু-লুব্ধ ভ্রমরের মত।
তাই বুঝি প্রজাপতি জন্ম লভে নিত্য শত শত॥
বিচিত্র রঙের মেলা আকাশের তারা আছে চেয়ে।
পাখায় পাখায় তার ধরণীর মন গেছে ছেয়ে॥

হে পৃথিবী প্রিয়তমা ভাললাগা অঞ্চলে তোমার।
অচঞ্চল বসন্তের বিকশিত কুসুম সম্ভার॥
জীবন-জাহ্নবী যেন সুন্দরেরে করেছে উন্মনা।
দেবতার স্বর্গ ছাড়ি মর্ত্যে স্বর্গ করেছে রচনা॥
তাইতো ডম্বরু বাজে নটরাজ আনন্দ-বিভোল।
জটায় জটায় তাঁর জীবনের কি নব কল্লোল॥
হিমগিরি ওঠে নেচে সাগরে সাগরে কানাকানি।
ঢেউএ ঢেউএ কত প্রাণ কত গান মন জানাজানি॥

৭

তোমার নগ্ন রূপ দেখেছি···।
ভেবেছি আর ভেবেছি···
নির্জন অবকাশে···
আদিম মুহূর্তের উচ্ছ্বাসে···
আদিম মানুষের মন···
নগ্নতায় করে আকর্ষণ।
সে সত্য তখন···
আবরণহীন অরূপ রতন।

নগ্নতার কোন রূপ আছে?
তুমি আমি এত কাছে কাছে···
তবু···তব মেঘ-ঘন কেশরাশ
নয়নের অনন্ত আকাশ···
রচে নাই কোন মায়া···

দেহে নাই নীলাঞ্জন ছায়া।
শুধু নক্ষত্রের চোখে আবিল আঁধার
মদির চাঁদের অভিসার।
পর্বতে সাগরে একাকার…
রূপ-নাই নগ্নতার।
রূপ সে ত' নগ্ন নয়…
তোমাতে আমাতে সেই পরিচয়।
যদি পার এস তবে ডুব দেই…
দুই হাতে মুক্তো কুড়িয়ে নেই।

৮

আজি কোন কথা নয়…
শুধু গান আর গানে ভরে দাও মন।
আজি কোন ব্যথা নয়,
দিকে দিকে আজ নতুনের আবাহন॥

শাখে রোমাঞ্চে কিশলয়…
নব মঞ্জরী চুমিয়া ভ্রমর ঘুরে।
বনে বসন্ত মধুময়…
আরতি কাহার আজিকে বিশ্ব জুড়ে।

ওরে দুরন্ত বাঁশরী
সুরে সুরে তোর কোন্ কোকিলের কূজনী।

ছলে জল ভরি গাগরী,
বিহসি পালটি তাকাল সে কোন সজনী ॥

ভুবন ভরিয়া জয়রে,
কুসুমে কুসুমে নয়নে নয়ন বিচরণ।
আজি কোন কথা নয়রে,
শুধু গান—আর গানে ভরে দাও মন ॥

৯

আঁকা বাঁকা ঐ চলিয়াছে পথ,
তোমাতে আমাতে দেখা—
জীবনের পাতা ভরিয়া উঠেছে
ভাষাহীন কত লেখা।
তুমি বলে যাও আমি শুধু শুনি,
রঙে রঙে কত চলি জাল বুনি
শত স্বপনের সত্য কাহিনী
রূপ ধরি মরি আসে।
শুনি যেন কানে নদীর এপার
ওপারেরে ভালবাসে।
মাঝখানে তার থৈ থৈ জল
উজান বাতাসে করে ছল ছল,
তবু মনে হয় ভাসায়ে আঁচল

ওপার হাসিয়া কয় —
এপার ওপার এক হয়ে আছে,
ঢেউ জানে পরিচয়।

১০

বাঁধন পড়েছে বুকে……
এ বেদনা নিয়েছো গো কোন্ সুখে ?
কথা বল,
ও ময়ুর-আঁখি কেন ছল ছল ?
উচ্ছৃঙ্খল যৌবন তোমার কোনদিন বাঁধন মানেনি,
অনিবার অভিসার তব কারো কোন কথাও শোনেনি।
আজি মরি অপরূপ রূপ,
বুকের বাঁধনে তব নিত্য পোড়ে বেদনার ধূপ !
তুমি সাঁওতালী মেয়ে…
নিটোল যৌবন ঘিরে সৃজনের মন্ত্র আছে চেয়ে।
অলক-কুসুম গন্ধ সৌরভ বিলায় আকাশে আকাশে,
তাইতো তোমার তীর্থে নিত্য নব শত যাত্রী আসে।
বুকভরা অমৃতে তোমার ধূসর ধরার প্রাণ বাঁচে,
আমি আজি বসে আছি তোমারই কূলের কাছে কাছে
শুধু হাতখানি মোর হাতে রাখো,
ও ময়ুর-আঁখি দিয়ে আমার আঁখিতে চেয়ে থাকো।

১১

নতুন বছরের শুভ যাত্রা,
মাত্রাহীন কালের যাত্রায়।
শুধু রাত্রি আর দিন নিয়মিত পাদক্ষেপে,
অতীতের আবর্ত রচনা।
জাল তোলা আর জাল বোনা।

জানি এ ত শুধু চলা,
অর্থহীন শুধু কথা বলা।
বর্তমান সে ত আরও দীন, আরও অসহায়
অতীতের গ্লানি, আর ভবিষ্য সংশয়,
দুই অন্ধকারে,
সংযোগের সেতুর দাক্ষিণ্যে ভরা।
আত্মহারা বালুর প্রাসাদ গড়ে,
থরে থরে সাজাইয়া কামনার সোনা,
জাল তোলা আর বোনা।

নতুন বছর······
সে সেতুর স্তম্ভ নবতর।
জর জর দেহ ভার অতীত বৎসর···
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।
থিয়া থিয়া নেচে ওঠে কালের ভৈরব,
ডিমি ডিমি ডিমি···ডম্বরুর রব।
ঈশানের মেঘবায়ু,

দেয় তারে নবতম আয়ু।
কাল বৈশাখী নাচে,
একটি 'প্রোটন' ঘিরে ছটি 'ইলেকট্রোন'
সৃষ্টি যাচে নতুন জীবন।

১২

ও গো লীলা সঙ্গিনী আমার,
জীবনের পথে পথে নিত্য তুমি নৃত্য করে ফের।
ছন্দে ছন্দে আনন্দের ভার,
উচ্ছল যৌবনগানে হিল্লোলিয়া মন বসন্তেরও ॥
অনন্ত কামনা বনে প্রিয়া
দোলা লাগে পত্রে পত্রে মর্মরের গান।
নিঙাড়িয়া আপনার হিয়া,
জীবনের মন্দাকিনী কবিরে যে তুমি কর দান ॥
চঞ্চলা সে উচ্ছ্বাসের নদী,
বক্ষস্পর্শে লক্ষ লক্ষ অজস্র ধারায়।
কলহাস্যে ছোটে নিরবধি,
সে সাগর সঙ্গমের পরিতৃপ্ত চরিতার্থতায় ॥
তুমি যদি দাঁড়াও থমকি,
আমার পথের বেণু বেজে ওঠে বেসুরা ঝঙ্কারে।
আচম্বিতে সহসা চমকি,
দূর হতে দেখি হায় আমি বুঝি চিনিনা তোমারে॥
হে নিষ্ঠুরা মোর, ক্ষণে ক্ষণে,

একি খেলা, বুঝিয়াছি তবু যেন চিনিতে শিখিনি
লীলাকের আপনার মনে,
একি ছলা ? তবু হাস হাস্যময়ী হে লীলা সঙ্গিনী ॥

১৩

একদিন পথে যেতে অস্তরাগ গোধূলির সন্ধ্যা।
ইঙ্গিতে জানাল বুঝি ফুলবনে আছে নিশিগন্ধা ॥
ধূসর জীবন-যাত্রা ভীত ত্রস্ত আঁধারের ভয়ে।
আচম্বিতে দাঁড়ায় থমকি জীবনের শত অপচয়ে ॥
ফুল বলে হে পথিক পার হলে দিনের আঁধার।
রাত্রির আলোক শিখা গন্ধ হয়ে জ্বলে অনিবার ॥
দুর্নিবার তব গতি ভরে দেবে শ্বেত শুভ্রতায়।
দিনান্তের অপমানে মুছে দেবে সত্য সুষমায় ॥
পথ সর্প গর্জে চিরকাল তারে নিয়ে জীবনের মন্থ।
অমৃতের হাহাকারে নিত্য করে শিবে নীলকণ্ঠ ॥
আমি জানি তব গান আমি জানি তব পরিচয়।
কালের রথের চক্রে জানি তার নাহি কভু ক্ষয় ॥
আমি জানি গন্ধ মোর তোমারে বাঁধিতে নাহি পারে
রাত্রিযাত্রায় দেখা সেই ধন্য বেরিক রআমারে ॥
পথিক চাহিল শুধু অশ্রুরেখা ফুলের নয়নে।
সহসা উতলা হাওয়া কেঁপে ওঠে কুসুমের মনে ॥
হস্তে হস্তে লাগিল পরশ বেজে ওঠে অনন্তের গান।
নিশিথের আলোর কল্লোলে জীবনের নব অভিমান॥
তারা' হয়ে চেয়ে থাকে ফুল নৃত্য তার নিত্য মধুছন্দা॥
পথিক হাসিয়া বলে···যাই তবে হে রজনীগন্ধা ॥

উত্তর প্রবাহ

তৃতীয় অধ্যায়

নর্ম্মদার বুকে জাগে ঢেউ,

তুমি জান, আমি জানি, আর জানে কেউ?

ওগো সখি, যেইদিন সাদা নুড়ি কুড়াইয়া,

ফেলেছিলে নর্মদার বুকে,

অসহ্য পুলক সুখে,

অতল নর্মদা হিয়া উঠেছিল কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

যাঁর নামে সেই অর্ঘ্য দিয়েছিলে,

কুতূহলে লীলাছলে নদীজলে,

তারে সখি দিলে তুমি অনন্তের সীমা।

এপারে ওপারে বাজে তরঙ্গের অন্তহীন বীণা।

নর্মদার বুকে জাগে ঢেউ,

তুমি জান, আমি জানি, আর জানে কেউ?

তুমি যেন সে নদী নর্মদা আপনার মাঝে,

রূপধরি নদীতীরে উপল কুড়াও—

উপল কুড়াও আর ফেলে ফেলে যাও

গানে গানে নানা রঙে নানা সাজে।

যাঁর নামে সেই অর্ঘ্য দিয়েছিলে,

কুতূহলে, লীলাছলে, নদীজলে,

কপোতাক্ষী তার পানে নির্মল নয়ানে চাহ

বার বার,

সামান্য নামের নুড়ি ঝাঁপ দেয় অন্তরে তোমার

* * * *

হে নর্মদা আজিও বহিছ তুমি,

কহিছ অশান্ত বাণী অযুত ব্যথায়,
সে জন ছুঁইয়া গেছে তব তটভূমি,
আছে তার নাম লেখা উপল রেখায়—

আজিও সে নর্মদার বুকে জাগে ঢেউ,
কালের সাগরপারে ভেসে ভেসে যায়,
থরে থরে, লীলা ভরে, নিঃশব্দ বেলায়,
আমি জানি, তুমি জান জানে না'ত' কেউ,
নর্মদার বুকে জাগে ঢেউ।

১৫

হিমাবর্ত হিমচূড়া অভ্রভেদী,
নিথর নিঝুম হিমের হিল্লোলে জেগে,
নির্ঝর রচনা করে,
আপনার মনের আবেগে।
অন্তর-গোমুখী বহে নিঃশব্দ চঞ্চল—
ছল ছল নাচে তার জল।
দুই তীরে ছোট বড় পাথরের দল ;
মাথা করে উঁচু, সে যে কত নীচু
হিমচূড়া জানে।
শব্দহীন কলতানে—, তার গান—
শুনি অবিরাম।
সৃষ্টির সোহাগে ভরা—প্রাণের প্রান্তর,
নতুন মাটির গন্ধে শিহর-মুখর।

আর হেথা শুনি ভগীরথ
স্বরগের মন্দাকিনী—প্রাণহীন যাত্রাপথ ধরি,—
বাজায় কালের শঙ্খ, দিগ্‌ভ্রান্ত করি—
তরঙ্গে তরঙ্গে নাচে অঙ্গ-মায়াবিনী।
তারে মোরা চিনি,
তিনি মকর-বাহিনী,
সহস্র সগর পুত্রে উদ্ধারের ছলে—
নরভুক হাঙ্গর করিয়া রাখে সাগরের জলে।
হায় ছলনার দেবতারে শঙ্খরবে পূজি,
রিক্ত করি আপনারে, অন্তর-বাহিরে নিত্য যুঝি।
অবজ্ঞা করিয়া যাঁরে রাখি,
একজন সনে তাঁর মিলনের রাখী
সে যে হিমালয়।
কালের প্রলয়,
ভিক্ষামেগে শুনিবারে গো-মুখীর অন্তর কাহিনী—
সে ত' নহে মকর-বাহিনী।

৬

তোমায় যেদিন বেসেছিলাম ভালো,
তুমি ছিলে একা।
সেদিন তোমার স্বামীর সঙ্গে দেখা।
স্মিতহাস্যে জানিয়ে নমস্কার
বলেন সমীরবাবু,—কই গেলেন না ত' একবার
টেমার লেনের বাসায়,

মীরা আমায় প্রতিদিনই শাসায়—
গিয়েছিলে? খোঁজ নিয়েছ? অফিসে কি বাড়ি?
আমি বলি,...হ্যাঁ নিয়েছি...আসবে তাড়াতাড়ি।
হলো ভালো,
দেখা হলো,
যাবেন একদিন, কেমন?
মীরা আছে ছেলেমানুষ—ঠিক আগে ছিল যেমন।

তোমার স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে দেখি,
এ জীবনে সব কি এমন মেকী?
বড়ই হলো মায়া,
কোথায় যেন ঈশান কোণে একটু মেঘের ছায়া।

হায়রে নিঠুর খেলা,...
তেমন আছ যেমন ছিলে চপল কিশোর বেলা?
নেচে ওঠে মনের কিশলয়,
আমায় তুমি ভোল'নি নিশ্চয়।
তবু আজি একটি কথা বলি,
এই ছলনার নৃত্য-কথাকলি,...
শেষ করে দাও...শেষ কর এই রঙ্গ,
নৃত্যে তোমার নিত্য যে তাল ভঙ্গ।
এই অভিশাপ-সর্প আছে নারীর অঙ্গ ছেয়ে,
আদিমকালের প্রেম-যমুনা বেয়ে।
কূলভাঙা আর গড়ার আছে তাড়া,
তবু তুমি চলতে নারো দুকূল ছাড়া।

তোমার ছোঁয়ায় অনেক মরণ আছে,
জীবন দিয়েও থাকতে যে চাই,
তোমার কাছে কাছে
হায় রে ভালোবাসা,
আমার মত তোমার স্বামীর নিত্যদিনের আশা।
আমার মত তোমার স্বামী, কেমন যেন লাগে—
দুইটি তটের মাটির মনে একই পিয়াস জাগে।

পিয়াস জাগে, তিয়াস জাগে,
তোমার নাগিন-নয়ন দুটি শরণ মাগে।
নয় কি পরিহাস?
জীবন, মরণ, একই ইতিহাস।
জোয়ার ভাঁটার টানে
তুমি মোদের নিয়ে যাবে অজানা কোন্‌খানে?
তোমার মনে সাগর তলের মুক্তা পাবার লোভ,
আমার কিসের ক্ষোভ?
সে ভার তোমার স্বামীর,
মূল্য তোমার রইল আমার রানীর।
যেদিন তোমায় বেসেছিলাম ভালো,
তুমি ছিলে একা—
আমার সাথে আর হবে না দেখা।

১৭

সেদিন তুমি বলোনি ত' কিছু,
যেদিন পিঠের বেণী ঘুরিয়ে তোমার রেখেছি বুকের পরে।
সেদিন তুমি বলোনি ত' কিছু,
যেদিন দু'চোখ ভরা হাজার সোহাগ ঝরেছে অধর পরে।
সেদিন কত অবকাশের আকাশ ছিল তোমার আমার,
সেদিন কত ফাগুন ছিল কুসুম ফোটার।
বলেছিলে সেদিন তুমি তোমায় দেখে আশ মেটে না প্রিয়,
প্রথম কদম ফুটবে যবে আমার খোঁপায় একটি দিও।
দিয়েছিলাম,
তার বদলে পেয়েছিলাম···
কদম-কেশর-গন্ধ-ভরা দুইটি নয়ন, নিমেষহারা,
দেখেছিল তাকিয়ে থাকা নীল আকাশের সব তারা।
তারপরে হায় কোন তমসার রাত্রি এলো,
সানাই-সুরে রঙীনসুরার পাত্রখানি ভরে গেল।
আকণ্ঠ তাই পান করছো রাত্রি ভোর,
কাজল চোখে মদের নেশায় অশ্রুলোর।
আজকে তোমায় যায় না চেনা,
কর জীবন নিয়ে বেচা কেনা।,
এরই মাঝে গরহিসাবী। দিনগুলি সব বাদদিলে,
পান পেয়ালার মাতাল চুমোয় হিসাবে 'টিক্' ঠিক দিলে।
আজকে তুমি বলছো হেসে···"সত্যি কি সব পাগলামি সে,
সেদিন তোমায় আমায় মিছে এমনি করেই মাতিয়েছে যে।
দূর থেকে আজ হয়তো ভাবি কাছে ডাকার মন ত' নেই,

যে 'আমি'রে চিনতে তুমি সে 'আমি' আর আজকে নেই।"
তাইতো তোমায় সাবাস বলি,
সাবাস তুমি সাবাস মেয়ে।
একটি কথা গুমরে শুধু অবাক হয়ে রইল চেয়ে।
বলেছিলে সেদিন তুমি তোমায় দেখে আশ মিটে না প্রিয়,
প্রথম কদম ফুটবে যবে আমার খোঁপায় একটি দিও॥

১৮

ঊর্মিমুখর আমার জীবন-নদী
থৈ থৈ থৈ কেবল নাচের নেশা।
কতই বাঁধন ভাঙ্গন নিরবধি
ধূসর সুনীল ঘূর্ণি জলের মেশা॥
এই তো চলা এই তো আমার গান,
এই তো মালা কাঁটার ফুলের দান,
ভাটির স্রোতে উজান হাওয়া
সামাল সামাল কতই তরী ছোটে।
কোন্ তরণীর কেমন বাওয়া
ঢেউগুলি মোর আপন কূলে লোটে॥
এমন করে কে দিল রে দোলা,
নটরাজের জটার বাঁধন খোলা;
কোথায় যেন বাজছে বিধুর বেণু
শুনি যেন কোন্ সাগরের ডাক।
দখিন হাওয়ায় ঝরে ফুলের রেণু

ঢেউগুলি কি হাজার ফুলের ঝাক্ ॥

হায়রে কবি কতই আশা তোর,
কেবল বাঁধিস ঘূর্ণিপাকের ডোর,
হাসির জোয়ার কান্না ভাটির খেলা,
এমন করেই পথ হবে তোর শেষ।
আসবে যবে ভুলের বালু-বেলা,
স্মৃতির রেখাও রইবে না নিঃশেষ ॥

১৯

পাবলিক বাস...
সেদিন বড্ড রাস—
হেকে বলে কনডাকটার
গেটের কাছের ভিড়টা ছাড়ুন স্যার।
একটুখানি এগিয়ে যাবেন দাদু...
কি আছে এক যাদু...
এগিয়ে হায়রে যায় না তবু কেউ
যদি, বাস থামলে গায়ে পিঠে...লাগে নরম ঢেউ।
একটি লেডিস সিটে—বসে দুইটি ছেলে,
দুইটি মেয়ে উঠে এল জমাট সে ভীড় ঠেলে
দরদীরা বলে ওঠেন...
লেডিস সিটটা ছেড়ে দেবেন—
ঘাড় ঘুরিয়ে মুখ বেঁকিয়ে ওঠেন তারা কোন মত করে,
উঃ সারা বাসটা দিলেই ত হয় লেডিস সিটে ভরে।

যন্ত্রণা কি এ কি,
এখন দাঁড়াই কোথা বলুন দেখি ?
এরই মাঝে অষ্টবক্র মুনির মত করে,
কোন মতে দাঁড়িয়ে আছি আর এক দিকের হ্যাণ্ডেলটি ধরে।
পাশের লেডিস সিটে—একটি শুধু মেয়ে,
আমার দিকে নয়ন ছুটি চেয়ে,
সরে গিয়ে,
বল্লে, বসুন...বুকের বসন একটু টেনে নিয়ে।
বললাম...
বসার ফাঁকে অবাক চোখে চেয়ে নিলাম,
সহচরীর কাজল পরা দীঘল নয়ন ছুটি,
নীল শতদল পাঁপড়ি মেলি উঠল যেন ফুটি।
এ চোখ আমার চেনা...
বারো বছর আগের কথা...অনেক ব্যথায় কেনা।
আমার দিকে ঈর্ষা ভরা ছুচার ডজন চোখ,
চেয়ে চেয়ে ভাবছে বটে...জবর ঘুঘু লোক
পাঞ্জাবিতে লাগিয়েছে কেমন চিকন গিলে,...
আর মেয়েও বটে...সবায় ফেলে ওকেই ডেকে নিলে ?
দিন কালের কি হলো যে মশাই...
মোদের দিনে এমন দেখি নাই।
কেউবা ভাবে হ্যাংলা বড় এই কথাটাই বলি...
বল্লে না হয়...ধপাস করে অমনি বসে পড়লি ?
ভাবছে বা কেউ আছে হিম্মৎ...শাবাশ বটে শাবাশ
উচিয়ে নাসা কেউবা বলে,

বীরত্ব কি অমনি ফলে
ভাগ্যি ছিল···বাসে এমনি রাস।
হায়রে মানুষ হায়···
এমনি তো হয় তোমার বিচার এই তুনিয়ায়।
বাসের এ ভিড় ছেড়ে···
হারিয়ে যাওয়া কোন্ সুরে মোর নিমেষ নিল কেড়ে।
মনটা আমার কোথায় যেন কেঁদে ফিরে,
কদম ফোটা আষাঢ়-ঘন আকাশ ঘিরে।
এই ত সেদিন ছিলে···
কতই মধু ছিল তোমার নয়ন-নীল-তিলে।
দিয়েছিলাম তিলোত্তমা নাম,
তাইতে বুঝি তোমায় হারালাম।
সেবার মনে আছে,
তুমি আমি বসেছিলাম এমনি কাছে কাছে।
সে এক বুড়ি ভিখারিনী...এল গঙ্গা নেয়ে,
তোমার চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে,
বলে, আহা! এমন দীঘল পটল চেরা চোখ
রাজ রানী হবে মাগো এমন বিয়ে হোক
হেসেছিলাম তুমি আমি চেয়ে চোখে চোখে···
সেদিনওত বলেছিল কতই কথা লোকে।
কত দিনের কতই কথা কতই ব্যথার আনাগোনা,
নিমেষ মাঝে তু'হাত ভরে কুড়িয়ে নিলাম হাজার সোনা।
দেখিলেন তোমার নয়ন অসীম আকাশ আছে চেয়ে
পরশ-বকুল ঝরছে শিথিল জীবন ধারা বেয়ে।

কখন গেছ নেমে,
টারমিনাসে···বাস গিয়েছে থেমে।
কণ্ডাকটার বল্লে স্যার, আর যাবে না গাড়ী···
তাড়াতাড়ি···
বাস থেকে নেমে এলাম···
নামার পথে শূন্য সিটটা দেখে নিলাম।
মনটা আমার কোথায় যেন কেঁদে ফিরে
কদম-ফোঁটা আষাঢ়-ঘন আকাশ ঘিরে।
এই তো হেথায় ছিলে···
কতই মধু ছিল তোমার নয়ন নীল তিলে।

২০

সে দিনের সূর্য জানে,
কত না মদিরা ছিল তোমার নয়নে।
সে দিনের সূর্য জানে,
কত না মাধুরী ছিল অঙ্গ-চম্পা বনে।
সাত-রঙা রামধনু—
রঙে রঙে তোমার কটাক্ষে হতো হারা।
নয়ন-সাগর মাঝে,
থরে থরে তরঙ্গিত হতো চন্দ্রতারা।
ভুবনে ভুবনে কত,
লক্ষ লক্ষ মধু-ভৃঙ্গ করে মাতামাতি।
সহস্র কমল-দলে,
অনন্ত সে জীবনের মাল্য গাঁথি গাঁথি।

সে দিনের সূর্য জানে,
কত না সুষমা ছিল সে রাস-বিলাসে।
সে দিনের সূর্য জানে,
কত না আকূতি ছিল সে মধু-পিয়াসে।

*　　*　　*

অশ্রান্ত সে অমৃত মন্থন উর্বশী উঠিয়া এলে সুধাভাণ্ড হাতে
দুরন্ত কেতুর কীর্তি উল্লাসে মৃত্যুরে আনে নিত্য-অপঘাতে ॥

*　　*　　*

সেই গ্রহ উপছায়া,
সঙ্গে সঙ্গে ফিরে নিতি সূর্যে করে গ্রাস।
সাগরের বুকে আজ,
ঢেউ-এ ঢেউ-এ তাই, জাগে এত ত্রাস।
ব্যাকুল তরঙ্গ তুলি—
অঙ্গুলি পরশ করে মাটির মায়ায়।
দিগন্তের মসীমাঝে—
সাতরঙ্গা রামধনু কখন লুকায়।
সম্মুখেতে বালিয়ারি,
বালুর পাহাড়,—প্রতি হিংস্র বালুকণা।
গণ্ডূষে করিয়া পান,
জীবন-জাহ্নবী, মরু করে সে রচনা।
প্রভাত স্বপনে জাগা—
আজিকার সূর্য ডোবে—বালুর প্লাবনে,
রক্তিম বালুর আঁধি,
কি স্বাদে চলেছে ছুটে বিপুল গর্জনে ॥

আকাশ বায়স ডাকে,
আকুল কুলায় ফেরা নিশীথ গগনে।
সে দিনের সূর্য জানে,
কত না মদিরা ছিল তোমার নয়নে।

২১

মরুভূমি কি সুখে বাঁচিয়া আছে?
কে বা তারে দিল কতটুকু জল,
কি বা চেয়ে কি পেয়েছে সে কাহার কাছে,
ছলনা এ ছলনা কেবল—
আকাশ অঙ্গনে কালো আষাঢ়ের মেঘ,
অনন্ত মরুর তীরে করিছে গর্জন,
ছলনায় পরিহাসে বর্ষণ আবেগ,
দ্বিচারিণী মাটি পায় সবুজ চুম্বন।
হায়,
কত যে 'সাহারা' 'গোবী' পড়ে আছে আপন গৌরবে,
অফুরন্ত বালুর ভাণ্ডার তার।
তার নিমন্ত্রণ নাই পৃথিবীর ভোজের উৎসবে,
তাই সে যে মহাশিব দক্ষের সভার।
দক্ষ-ছলনা ভরা শ্যাম সমারোহে,
সে ভোলে না কোনদিন,
ঝরে যাওয়া কুসুমের মোহে,
যজ্ঞ তাই হয় শিবহীন।

এই নিয়ে কবি লিখে কাব্যের সম্ভার তার,
চিত্রকর চিত্র তার আঁকে।
কত গান, কত ভান, কত মান অভিমান বিচিত্র কথার,
ইতিহাস লিখে লিখে রাখে।
ইতিহাস—ইতিহাস,—
মুগ্ধ ভ্রমর ফিরে—কুসুমের দেহে কত সাজ।
পরিহাস—পরিহাস,
শুভ্র মর্মর প্রিয়া—তবু কেন প্রেত হাসি হাসে মমতাজ?
মরীচিকা—মরীচিকা,
ছলনা এ ছলনা কেবল,
মরীচিকা—মরীচিকা,
নিত্য চলে নিত্যকালে, ঊষর প্রান্তর পথে মরু-যাত্রীদল।
তারা জানে তারা শুধু জানে,
মরুভূমি আপনারে করেনি বঞ্চনা।
তাবা জানে তারা শুধু জানে,
মরুভূমি মরীচিকা করেনি রচনা॥

২২

মধু আহরণ হলো নারে তোর প্রজাপতি।
শুধুই বসালি পাখায় পাখায় হারামতি॥

অসীম আকাশ বোবা হ'য়ে গেছে আজ,
'ছোঁ' মারা চিল কিলবিল করে বাতাসে।

দিগন্ত ভরা বিকৃত ভানের সাজ,
ধরণীর সনে কেমনে কহিবে কথা সে ॥

দগ্ধ এ মরু তবু বুক তার বিদরে,
পোড়া বালুকায় ধূম্রজালের রচনা।
'ছোঁ' মারা চিল তবু ওড়ে তার ভিতরে,
জীবনের গান হরণ করার সূচনা ॥

ফোটে না কুসুম মরমরে বাণী আসে না,
মাটির বাসনা মাথা কুটে মরে হতাশে।
বাতাস আজিকে আকাশেরে ভালবাসে না,
তবু প্রজাপতি উড়ে উড়ে মরে কি আশে ?
ওরে প্রজাপতি রং-বেরং-এর পাখা তোর,
আজিকে আজব কাহিনীর মত শুনি যে।
দুটি আঁখি ভরা শতেক তারার আঁখি লোর,
তার মাঝে আজ সাগরের ঢেউ গুনি যে ॥

মধু আহরণ হলো নারে তোর প্রজাপতি।
শুধুই বসালি পাখায় পাখায় হীরামতি।

২৩

আর কত আছে সাগরের ঢেউ,
শুনতে পারো ?
আর কত দূর ওপারের কূল,

বলতে পারো ?

সেই যে প্রভাতে ডেকেছিল পাখী,

সাঁতার শুরু।

মাঝ দরিয়ায় ঘন মেঘে দেয়া,

ডেকেছে গুরু ॥

উথাল পাথল ফেনিল জলের,

অট্ট হাস।

সাগর বক্ষে লক্ষ লক্ষ,

তিমির ত্রাস ॥

দুই হাত দিয়ে কত ঢেউ আর,

সরানো যাবে।

কত নোনা জল দুই চোখ মুখে,

আছাড় খাবে ॥

লোলুপ চাহনি হাঙ্গরের দল

শোণিত চায়।

কত না হিংস্র জলের মকর,

লেগেছে গায় ॥

কত চাঁদ গেল কত না সূর্য,

মাথার পরে।

জোয়ার ভাঁটার তাণ্ডবে নেচে

আকাশ ভরে ॥

একটা মানুষ কতটুকু তার

দুঃখ সুখ ?

একটা মানুষ কতটুকু তার

খিন্ন মুখ ?

অকূল সাগর পাড়ি দিতে হবে

তবুও তার।

তবু দিতে হবে ঢেউ ভেঙ্গে ভেঙ্গে

চুপ-সাঁতার।

আর কত আছে সাগরের ঢেউ,

গুনতে পারো ?

আর কত দূর ওপারের কূল

বলতে পারো ?

২৪

মেলা বসছে সোনারপুরের বাজারে।

দেশ বিদেশের দোকানীরা,

দোকান সাজিয়েছে,

পসরা যার যেমন, তেমন করে।

শান্তিপুরের কারিগর, শান্তিপুরের শাড়ীর

আমদানী করেছে ভারি।

চমক লাগায় চোখে,

দেখে দেখে,

মনে করে চাঁপাডাঙ্গার চাষী,

পরিবারকে দিতে পারলে কতই হ'ত খুশী।

নাড়া চাড়া করে আপন মনে,

মনের মত' মিহি সূতার শাড়ী'

মনটি তাহার মাঠ পেড়িয়ে গেছে আপন বাড়ী।

দেখ্ছে যেন,

নয়ন দাসী, কাপড়খানা পরেছে মন মত'
কালো চুল ছড়িয়ে পিঠের পরে,
তাহার দিকে চেয়ে শুধু এ ঘর ও ঘর করে।
বুঝতে পারে চোখের কথা,
কাছে এসে সুধায় তারে,
কিগো, কিসের এত' চঞ্চলতা ?
বাঁকিয়ে ভুরু নয়ন কহে,
বারে, কাপড়খানা, আনলে কত ক'রে,
কেমন হলো দেখ্‌বে নাকি তা।
চাঁপাডাঙ্গার চাষী—
চাঁপাফুলের মত নয়নদাসী,
আদর ক'রে ধরল চেপে বুকে,
ছাড় ছাড় নয়ন বলে,
নয়ন তাহার আসল বুজে সুখে।

* * *

চাঁপাডাঙ্গার চাষী,
ভুলেই গেছে, এযে শুধু বিকিকিনির মেলা।
কাঠের ঘোড়ায় চড়ে মানুষ
ঘুরছে নাগর দোলা।
সার্কাসের ক্লাউন,
রং বে রং এর পোষাক পরে…
ভেঁপু বাজায়।
মেলায় কত লোক মচ্‌মচিয়ে ভাজা পাঁপর খায়।
বাঘ ভালুকের খেলা,
ঘোড়ার পিঠে বাঁদর ছোটে,

মেলা বটে সোনারপুরের মেলা।
গলায় ফুলের মালা,
হাতে পিতল থালা,
রামায়ণ গাইছেন রামহরি ঠাকুর—
এক গলায় সাত সুর।
রাম নামের ভক্ত অনেক জোটে,
মোটে, একটি পয়সা খরচ করেন ধর্মকামীর দল,
সীতার দুঃখে তাইতে তাদের চোখে আসে জল।
তার পেছনে,
নন্দ বোষ্টম বেহালা বাজায়,
বাতের ব্যথায় গুল বাঁধা তার পায়,
তাতে বেঁধেছে ঘুঙুর, বাজছে ঝুমুর ঝুমুর।
বাঁধা কলমের চারা, বিক্রি করে ব্যাপারী,
হাতে বাঁধা বিড়ি পান সুপারি,
বিক্রি হয় হাজার হাজার—
সোনারপুরের মেলার মস্ত বাজার।
অগুন্তি মানুষ,
মেয়ে পুরুষ, করছে কিলবিল,
উপরেতে মাছের গন্ধে ওড়ে শঙ্খ চিল।

চাঁপাডাঙ্গার চাষী—
এদিকেতে খেয়াল খবর নাই,
মনে মনে ভাবছে একা তাই,
শান্তিপুরের মিহি সুতোর শাড়ী,

সব যে আমার উজাড় করে দাম এর দিতে পারি।
কাপড় যে তার পরবে নয়নদাসী—
ঠোটের কোনে উপছে ওঠে
মনের গোপন হাসি।

হেনকালে,
দোকানদার বললে হেঁকে, কি কাজ হোথা তোর?
কাপড় নিয়ে দেখছ শুধু, ব্যাটা সিঁধেল চোর।
চোর? চোর? কোথায় চোর, কে কার কথা শোনে—
কিল চড় রদ্দা ঘুষি কে আর কত গোনে,
কত জনে কত কথা বল্লে কড়া মিঠে,
মেলা ভেঙ্গে পড়ল চাষীর পিঠে।

* * *

মন্দিরের ঐ দেবতা ঠাকুর রহেন নিশ্চল।
চাঁপাডাঙ্গার চাষীর চোখে পড়লনাক' জল।
সূর্য বুঝি ডুবে গেছে নামল আঁধার বাঁটে,
চলে চাষী দিগন্তেরি মাঠে।
চাপাডাঙ্গার চাষী—
মনের মাঝে শান্তিপুরের মিহি সুতোর শাড়ী,
নয়নদাসীর—
চোখটি মনে ক'রে—ফিরে এল বাড়ী।
শুধু এই কথাটি বারে বারে,
মনে যে তার কেবল আঘাত করে—

ছোট্ট মেয়ে কালিদাসীর মাটির পুতুল,
মেলা হ'তে কিনতে যে তার হয়ে গেছে ভুল।

২৫

একটি রজনীগন্ধা ফুটেছিল—
দুরন্ত বাতাসের বিশ্রস্ত বিতত্তি-বিলাস
শির শির করে পাপড়িগুলি।
আকাশের নীলিমায় আবিলতার অনুরাগ,
উচ্ছ্বাসের পানপাত্র কানায় কানায় ভরা,
উপচে পড়া জোছনার প্রীণন-মায়া।
সাদা মলমলের অঙ্গশোভার আঙ্গিক…
নিশীথ-বিহারের উদ্‌ভ্রান্ত নৈশ-নিমন্ত্রণ।
রজনীগন্ধার মালা অনেক আছে,
অংশুমালী…তখনও উদয়-দিগন্তের অন্ধকারে।
গলায়…গলায়…
অনেক মালার কঙ্কাল…
প্রথম রজনীর স্বাক্ষর…
তবু রজনীগন্ধা ফোটে…সে বিপ্রলব্ধা।

২৬

অঙ্গের সৌরভ তব,
বুক ভরা দেহের গৌরব
তিমিত-তিয়াস।

নোনা আঁখিজল বুঝি,
আজও মরে খুঁজি খুঁজি
পোড়া ইতিহাস ॥

পঞ্চশর তূণে ভরি,
আছে খেলা নিশিদিন ধরি
মৃগয়া তোমার।

কুয়াসার আস্তরণ,
নিসর্গের নিত্য নিস্তরণ
আরণ্য মায়ার ॥

অন্ধকার নেমে আসে,
নিশিডাক বেপথু বাতাসে
রাত্রি গাঢ় হয়।

শিকারী সহসা হাসে…
খিল খিল…পরম উল্লাসে—
আজি তার জয় ॥

কত যে পতঙ্গ মন,
মমী হ'য়ে আছে অনুক্ষণ—
নিপীত অন্তরে।

নিলীন সে নিশীথের—
পিরামিড-পঞ্জর বুকের
অতল গহ্বরে ॥

২৭

শুকনো পাতা এক উড়ে পড়ে সাগর জলে—
ঢেউএ ঢেউএ সে নেচে চলে……
দূর সাগর পাড়ি দেবে বলে।
উড়ে-পড়া শুকনো পাতা ঢেউ-ভাঙ্গা সাগর জলে।

নোঙর ছাড়ে কত জাহাজ…
কত রং কত ঢং কত যে সাজ…
'ডেকে' 'ডেকে' কত আলো কত মন কত গান,
কত না গোপন রাত্রি--জোয়ারের নিত্য কলতান।
দূর সাগর…দূর জাহাজ…
দূর সাগর…দূর জাহাজ…
স্তিমিত 'ডেকের' আলো…তখনও জাহাজ চলে—
উড়ে-পড়া শুকনো পাতা ঢেউ-ভাঙ্গা সাগর জলে।

সহসা সাগর ফোঁসে…
ক্ষুব্ধ রোষে…
শুকনো পাতা হাসে…শঙ্কাহীন অনন্ত আশ্বাসে।
ক্যাকাশে জাহাজ মৃত্যুর প্রহর গোনে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে।
মানুষের কত কান্না…ভরে দেয়…আকাশ-তরঙ্গে দশদিক্—
তবু ডুবে যায় কত 'টিটানিক'।
এই জাহাজের তুমি যতই রাখ মন-ভোলানো নাম…
ঐ…দূর…দুরন্ত সাগরে…আছে কি তার শুকনো পাতারও দাম?
তবু সে সাগর পাড়ি দেয়,

মানুষের দম্ভের সেলাম নেয়।
কোথায় কিনারা কোথায় নোঙর তবুও জাহাজ চলে--
উড়ে-পড়া শুকনো পাতা ঢেউ-ভাঙ্গা সাগর জলে।

২৮

প্রভাত আকাশ 'পরে ওঠে শুকতারা,
পথিকেরে এনে দেয় দিনের কিনারা।
ফুল ফোটে নিকুঞ্জ ছায়ায়,
ভ্রমর গুঞ্জরি ফিরে পাতায় পাতায়।
এল বুঝি তার মধু দিন,
এ ফুল ও ফুল তাই তার স্পর্শে হয় যে নবীন।
উপরেতে চেয়ে থাকে 'তারা' শিশিরে ভেজান আঁখি,
মনে হয় এর চেয়ে জগতে সত্য আছে নাকি ?
পথিকের কণ্ঠ বেড়ি 'তারা' যদি হেসে কথা বলে,
কেড়ে নেয় মন তার আপনার মন-শতদলে,
সে মুহূর্ত মিথ্যা কভু নয় ?
শোন তবে কহিব নিশ্চয়—
উদ্ভিন্ন কুসুম সনে ঝরে যাওয়া পাঁড়ির নাহি পরিচয়
ধীরে ধীরে ফুল পড়ে ঝরে,
বিস্মৃতি-বেদীর 'পরে,
আকাশের রং যায় টুটে,
মিথ্যা হয় শুকতারা—মুছে যায়—
ক্রমে হায়—
সূর্য তবে উঠে।

সেও মিথ্যা হায়।
খর রৌদ্রে পথিক হাঁকিয়া যায়,
ঘর্মক্লান্ত প্রখর প্রকাশে,
কেহ হাসে···কেহ ভালবাসে।
দিবসের দরিদ্র সে আলো—
অজস্র আঘাতে রচে আঁধারের কালো।
বেলা বয়ে যায়,
অন্তিম গগনে শেষ রংয়ের ছটায়।
থর থর বিশ্বচরাচর,
ডুবে গেল প্রদীপ্ত ভাস্কর।
এখনি যা সত্য ছিল মিথ্যা হয়ে গেল সে এখন,
পথিকের পরিক্রমা সম্মুখের আঁধার রজনী।

সন্ধ্যাতারা উঠিল আকাশে,
ধীরে বহে দখিনা পবন মৃদুমন্দ মলয় সুবাসে।
'তারা' বলে হে পথিক তুমি মোর কবি,
আমার মালঞ্চে আঁকা তোমারই যে ছবি।
তোমার যাত্রার পথ সন্ধ্যাতারা জানে,
যতটুকু আছে আলো,—ধন্য হব সেইটুকু দানে।
মনে হয় এমন আশ্বাস যাঁর,
তারে হায় অবিশ্বাস করিব কেমনে?
মনে হয় অনন্তের রূপহার,
আছে এর সত্য সমর্পণে।

এও সত্য নহে,
পথিক ফুকারি কহে,
কোথা তুমি ওগো 'তারা'—
উপরে জমেছে মেঘ,—অন্ধকারে করে দিশেহারা ?

হঠাৎ চীৎকার,
বায়ু বহে দুর্নিবার—
মেঘে মেঘে চুল ছেঁড়াছিঁড়ি,
এ উহার কণ্ঠ যেন ধরেছে আঁকড়ি,
'তারা' ভরা আকাশেরে ছিন্নভিন্ন করে দেয় বুঝি,
দন্ত কড়মড়ি এ উহারে বজ্রমুষ্টি মারে সমতালে যুঝি।
কর্দমে ঢেকেছে পথ,
ভেঙ্গে গেছে যাত্রারথ,
তবু যেতে হবে রাত্রির আহবে,
ছিন্নবস্ত্র…সিক্তদেহ, সাঁপটিয়া দুই হাতে,
পাদক্ষেপে, নিমজ্জিত প্রতি পদখানি,
টানি টানি,
চলিয়াছে সে প্রলয় রাতে।
চারিদিকে গোপন নাগিনীদল করে কিল্‌বিল্‌,
ডানা ভাঙ্গা শঙ্খচিল,
দূর বনে করুণ কাঁদুনী গায়,
হায়,—
এ কি আর্তনাদ…এ কি সারা সৃষ্টির ক্রন্দন ?
কোথা সত্য…কোথা আলো…হৃদয়ের শাশ্বত স্পন্দন

হায় রে দুরাশা,
কেন এই পথচক্রে নিত্য যাওয়া আসা ?
মিথ্যার বেসাতি নিয়ে নিত্য বেচাকেনা—
লাভক্ষতি মানদণ্ডে যতটুকু চেনা।
সাংঘাতিক মিথ্যার বিচার—
আত্মঘাতি আত্ম অনাচার।
অজস্র বেদন লাগি নিত্য আয়োজন,
তাই এ ক্রন্দন,
পলে পলে তাই জমে অশ্রুর ভাণ্ডার,
অসহায় রিক্তপাত্র পথের সম্ভার।

কে যেন সহসা মেঘেরে আড়াল করি,
অন্তর আকাশে হস্তে ধরি—
প্রাণের প্রদীপখানি,—কহে পথহারা,
স্বপনের সত্য নিয়ে,
কারে তুমি চিনিবে কি দিয়ে ?
কত 'তারা' জ্বলে নভে,—তারও মাঝে আছে
ধ্রুবতারা।
কালের ঝঙ্কার বেগ তুচ্ছ তার কাছে,
আজি কেহ নাই,—তবু দেখ সে তোমার আছে।

২৯

ক্লান্তি আসে নেমে জীবনের পাতা ঝরে যায়—
অতীত দিগন্ত কথা কয়ে ওঠে,
শ্রান্ত-দিবসের অশ্রু আঙ্গিনায়।

কুসুমের দীর্ঘশ্বাস মালায় কঙ্কাল আছে জুড়ে,
সর্পিল বাষ্পের ধোঁয়া—সে জল-তৃষ্ণিকা,
ওঠে বুঝি মরু-বক্ষ ফুঁড়ে,
দিক-ভ্রান্ত—নিশিডাক শোনে হায় যেদিকে তাকায়—
ক্লান্তি আসে নেমে জীবনের পাতা ঝরে যায়।
হায়···কতটুকু এই ইতিহাস ?
মনে হয়—সব মিলে একটি নিশ্বাস।

জোছনায় ঢেউ নাচে অনন্ত এ আকাশ-গঙ্গায়,
চকোর চকোরী উড়ে উড়ে মরে,—আর,
স্ফটিকের জল বুঝি চায় ;
স্ফটিকের জল ? শুধুই ঝাপট—হায় পাখায় পাখায়—
ক্লান্তি আসে নেমে জীবনের পাতা ঝরে যায়।

৩০

ভোরের বাতাস ডাক দিয়ে যায়—
পাতার কানাকানি।
আমার কথা সবার মাঝে,
হোক না জানাজানি।
এই কথাটি আজকে আমি—
বলব সবার কাছে,

কেউ বা যদি না থাকে মোর
একজন তো আছে ॥

ঘাসের বনে ঢেউ উঠেছে সবুজ ইশারায়,
অসীম আকাশ কান পেতেছে দিগন্তেরি গায়।
এমন দিনে সাধ জেগেছে বলবো তাদের কাছে,
কেউ বা যদি না থাকে মোর একজন তো আছে ॥

নীল যমুনা আজও উজান আজও কদম ফোটে,
মাটির বুকে ঝাঁপ দিয়ে ঐ আকাশ-তারা ছোটে।
এই কথাটি পরান ভরে বলবো তাদের কাছে,
কেউ বা যদি না থাকে মোর একজন তো আছে ॥

তপ্ত মরুর অশ্রুভরা এই জীবনের খেলা—
তারি মাঝে সূর্যধনুর সাতটি রং-এর মেলা।
আপন মনে এই কথাটি বলবো নিজের কাছে,
কেউ বা যদি না থাকে মোর একজন তো আছে ॥

মুক্তা কুড়ায় সাগর বেলায় শ্যামলবরণ মেয়ে—
কচি কিরণ মাধুরিমায় অঙ্গ গেছে ছেয়ে।
আমার কথা কেমন করে বলবো রে তার কাছে,
কেউ বা যদি না থাকে মোর একজন তো আছে ॥

৩১

আত্মপ্রসাদের ক্যাম্প।
অন্ত্যজ অহঙ্কার বিকৃত বাস্তব—নগ্ন বিভীষিকা।

পায়ে ..পায়ে···বেরিয়ে এলাম...পথে,
তালগাছের মিছিল সেখানে হয়েছে শুরু,
বুড়ো বট যেখানে টাঙ্গন নদীর ধারে দাঁড়িয়ে,
শ্রান্ত পথিকের গায়ে বিছিয়ে দিয়েছে ছায়া আস্তরণ।
যুগান্তের ইতিহাস লেখা আছে তার শিরা উপশিরায়,
টাঙ্গন নদীর অভিসারের কথা ও জানে।
ও বলেছে··· টাঙ্গন আমার টাঙ্গন—
আমি আর তুমি—যে কথা বলি,
সে কথা কেউ শুনবে না, কেউ বুঝবে না কোন দিন।
যারা তোমার বুকের উপরে বাঁধ দিয়ে তোমার গান বন্ধ করেছে
তারা নির্মম তারা বর্বর।
ওই যে গাঁয়ের বধূ কলসী নিয়ে নেমেছে ঘাটে—
ও জানে কিসের টানে ও আসে।
ওই যে ওপারে সাঁওতাল কিশোরী,
ঘর বেঁধেছে তার জোয়ান প্রেমিকের সাথে,
ও জানে কিসের টানে টাঙ্গনের তীরে ও প্রদীপ জ্বালায়।
একটি সুন্দর বলিষ্ঠ শিশু আসবে ওদের ঘরে,
সেই প্রভাতের প্রথম সূর্য,
তার দীপ্ত বিভায় পৃথিবীর সব গ্লানি ধুয়ে যায়।
পৌষের টাঙ্গন, শ্রাবণ আকাশের দিকে তাকায়।
বট বলে আমি আছি, আজও আছি,
দেখেছি কত, আজ দেখেছে···এক কবি।
দিগন্তের মেখলা—নিবিড় প্রেমের উষ্ণতায় ভরেছে—

তোমার মন।
ওই কবি, আমার চেয়েও বড়, ও অক্ষয় বট।
টাঙ্গনের মিষ্টি হাসি—
বধূর কলসীর ঢেউএ ঢেউএ উঠে ফুটে—
কবি চেয়ে থাকে চেয়ে থাকে বটু—চেয়ে থাকে বধূ…।
ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং ক্যাম্পের ঘণ্টা—
টাঙ্গনের চোখের দিকে তাকাই,
বলি, এখনই চলে যেতে হবে এই ক্যাম্প ছেড়ে সামনের ক্যাম্পে।
স্বচ্ছ স্ফটিকের জল,
ফোঁটা ফোঁটা করে গড়িয়ে পড়ে।

৩২

ডাকবাংলো,
গেটের দু'ধারে দুইটি বকুল গাছ…
কুচকুচে পাতা…
দুইটি সাঁওতাল মেয়ে যেন ওরা।
হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে স্বাগত জানায়।
উদ্ভিন্ন যৌবনা সবুজ ওড়না হাওয়ায় ওড়ে…
রঙ্গীন কোমর বন্ধে ভারি দুটি বুক।
মাঝে মাঝে বকুলের বিছানা পাতে পথে।
অপাঙ্গের মিষ্টি গন্ধ
থমকে দাঁড়ায় পথিক।

ডাক বাংলোর ঘরে আলো জ্বলে···
থাকো না এখানে?
ভাল লাগে...বেশ লাগে···
বেল, গোলাপ, রজনীগন্ধা নীল পদ্মফুল...
পদ্মের পাতায় জল...স্বচ্ছ টলমল্···
আরামের অনেক বহর...মন মজে যায়।
বকুলের গন্ধ ভেসে আসে...
কানে কানে···সেই সুর থাকো না এখানে—
ভালবেসে ডাকে আরও কাছে।
চৌকিদার হাঁকে, যাবার সময় হলো···
নাম লেখা খাতায় হিসাবের অঙ্ক আছে কষা,
দাম দিতে হবে।
পাওনা গণ্ডা বক্‌শিস...সব দিতে হয়...।
পূর্ণিমার শেষ চাঁদ পশ্চিম আকাশে···
ডাকবাংলো পড়ে থাকে পিছে।
শুধু বকুল কিশোরী দু'টি,...
ম্লান মুখ...ভেজা আঁখি পাতা,···
বলে,—
পারতো আবার এসো।

৩৩

অঝোর ধরায় সেদিন বৃষ্টি নেমেছিল—
একটি ছাতি,

তুমি আর আমি পাশাপাশি।
জল ভেঙ্গেছি দু'জনে...অনেক...অনেক জল।
অঝোর বৃষ্টি...তবু চলেছি...
তোমার খোপায় জড়ান ছিল বেল ফুলের মালা,
তোমার চোখে ছিল বিদ্যুৎ...আকাশ ভরা বিদ্যুৎ।
অঝোর বৃষ্টি...তবু চলেছি...।

আজও নেমেছে বৃষ্টি...অঝোর ধারে...
থৈ থৈ আকাশ গঙ্গা...পথ ঘাট...মাঠ।
একলা শুয়ে আছি ঘরে...
সেই ছাতিটা...নিঃসাড় কোণে পড়ে আছে...।
না আছে আবরণ...না আছে আভরণ,...
আছে শুধু কঙ্কাল...।
আজও নেমেছে বৃষ্টি অঝোর ধারে।

৩.

সর্প চেয়ে ক্রূর নৈঃশব্দের নিবিড় আঁধার—
সবুজের নিষ্ঠুর নির্মোক...ঐ ঝাউ বন...
তমাল তালি বনরাজি নীলা...
তার মাঝে অহরহ সাগরের বুকে,
নির্মম অভিযান...মৃত্তিকার।
বালুচর পদাতিক শুধুই এগিয়ে চলে...।
পরাজিত সাগরের অশান্ত আকুতি,

নিত্য পরাজয়।
ঢেউ ঢেউ শুধু ঢেউ...
প্রাণান্ত চীৎকার বারবার—
বলে, আর কোথা যাবো...আর যাবো কোথা—
আর কত দূর?
হে অগস্ত্য-মৃত্তিকা...
তোমার গণ্ডুষ কবে হবে শেষ?
অনন্ত এ গ্রাস..
অন্তিম গর্জন...ফুঁসিয়া ফুঁসিয়া মরা।
কটি কণ্ঠ জড়ায়েছে মৃত্তিকার ল্যাজের ঝাপট...
সাগর দাদুরী কাঁদে,
অনন্ত এ কান্নার কাহিনী।

প্রতিমা চক্রবর্তী

সোনামতির মাঠে— অনেক আছে সোনা।
ঘাটে বাঁধা জীবন-তরীখানি,
সোনামতির মাঠের বাঁকে সাগর পাড়ি দেবে।
ছায়া-রবি ফুটল সাগর জলে,
পাতালপুরীর মুক্তো নাকি ওরা,
গল্প করে চোখের ইসারায়,
ঢেউ-এর মাঝে হাসির লহর ভাসে।
সাগরপারে সূর্য ডুবে আসে,
কনকচারা চুরি করে মুঠো মুঠো সোনা।
স্বর্ণ-মাতাল আমার তরী,
পাতালপুরীর মুক্তো ফেলে চলে,
সুদূরের ঐ সোনামতির মাঠে।

সেথায় সোনার রঙে—
সন্ধ্যা-সকাল মাঠের ফসল কাটি,
আপনারে পূর্ণ করি,
আর তুলে নেই সোনামতির মাটি।

মাটির ছোঁয়া যেই লেগেছে—
এমন সময় এলেন মহারাজ,
বলেন তিনি, সোনামতি' কোথায় ছিলে তুমি?
সোনার লোভে এসেছিলাম!
রাজা বলেন, "তুমিই সোনামতি!"

মুখের দিকে চাইতে হলো লাজ,
সোনামতির মাঠের রাজার নাইক' কোন সাজ?
রাজা বলেন, "আমিই সোনামতি"!
সাগর জলে সোনা ফেলে,
লজ্জা পেয়ে তাঁরেই করি নতি।
রাজা এসে বাড়িয়ে দিলেন হাত—
সব কিছু মোর রিক্ত করি,
পেলাম আমি সোনামতির মাঠ।

৫৬

একখানি ফুলশয্যা—
জোছনার আঙিনায়।
বসনের অবগুণ্ঠন,
বিনিদ্র রজনী,
তারাদের চোখে ঘুম নেই।
শিয়রে সৌন্দর্য কাঁপে অলস আবেশ···বিবস বসন,
কি এক বিরাট শূন্য···অবাক পৃথিবী।
দিনের সূর্যের লজ্জা— কলঙ্ক চাঁদের।
চাঁদ ঢলে পড়ে—
মিশমিশে কালো চুল আকাশের—
এলোমেলো রাত্রির জোয়ার।
জীবনের প্রথম কুসুম,

প্রভাতের বুকে জাগে অরুণ আভায়।
স্বচ্ছ নদী কুলু কুলু অনন্ত প্রবাহ—।

২৭

আরামের অন্ধকারে—
প্রাণের অজস্র অপচয়।
ক্ষণিকের তুষ্টি লাগি,
মুষ্টি ভিক্ষা প্রহরে প্রহরে,
আপনারে নিত্য করি ক্ষয়।
ভাল কি বেসেছি এই জীবনেরে?
এই প্রশ্ন জাগে,
এ বঞ্চনা কেন তবে তৃপ্তির নেশায়?
হঠাৎ পাগল হাওয়া খুলিল আগল,
অনন্ত আকাশে হাসি—কোটি চন্দ্র শোভা,
শিবের ললাট শশী।
অমানিশা নাই—
ভুবন ভরিয়া গেছে আলোকে আলোকে—
আলোর কল্লোলে-মালা,
দিক হতে দিগন্তে ঘোষণা।
ভাবিলাম কি চেয়েছি,
কতটুকু সে তুচ্ছ কামনা?
অনন্ত বেদনা-দীপ বিশ্ব-চন্দ্র করেছে রচনা।

সংযোজন

নরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

রাখ রাখ রাখ ওরে জহ্লাদ,
শুধু শেষ দুটি থাম রেখে যা...ওরা থাক।
মরা সোসাইটির ঘরে,
মাটীর গহ্বরে কুড়িয়ে পাওয়া,
লুপ্ত স্মৃতি দুটো পিলারের' মত।
অনাগতেরা আসবে ..গায়ে হাত বুলিয়ে দেবে,
বলবে,
একদিন এরাই ত' ছিল,
বিশাল তপোবনের ঋত্বিককে মাথায় করে।
দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়বে তাঁদের হাতে।
হায়,
আমার দেহের মাংস, আমার বুকের পাঁজর,
লোহার শাবলে...তিলে তিলে ছিনিয়ে নিলি ?
এতটুকু দয়া মায়া হয় না ?
তোরা ত' জানিস্ না...
জানে ঐ গোলদীঘি,
কত মানুষের শ্রদ্ধা ভালবাসার—
মধুর পরশ-চিহ্ন ছিল আমার গায়ের নামাবলিতে।
তাকে তোরা দলিত করলি, মথিত করলি...
বিক্রি করলি কসাই-এর হাতে।
এত ত সেদিন...১৮৭২ সাল...
এরই মধ্যে যুগ বদলে গেল ?
যুগ বদলে গেছে...

নইলে তলার মাটি বিদ্রোহ করে ?
সে নতুন প্রেমিক চায়···নতুন জৌলুস চায়,
পুরনো বেনারসী ছেড়ে নগ্ন নাইলন চায়।
জানি,
সে একটা থামও রাখতে দেবে না—
দেবে না কোন স্মৃতির কণ্টক রাখতে।
কিন্তু রেখে গেলাম আমার চোখের জল—
গোলদীঘির কানায় কানায়···
নিস্তব্ধ নিশীথে···
সে ওই দ্বিচারিণী মাটির কীর্ত্তি দেখবে···
আর কাঁদবে।
তোমরা কিন্তু কেউ বলো না,
জানতে পেয়ে ঘাতকের দল আসবে ছুটে,
বলবে—কি হবে এই পুরনো দিনের—
দীঘি আর জলে·।
শুধু অপচয়···
শুকিয়ে ফেল···ভরাট কর জঞ্জালে—
তৈরী কর হাজারতলার সমাধি-সৌধ।

৩৯

লালদীঘি—
মহাকরণ—চারতলা বাড়ী।
একতলায় বিক্রি হয় মধু, পাত্রভরা তালের রস,

ক্যানটিনের সুরভিতে দুধ বিক্রি করে মেয়েরা।
অবাধ মানুষের মিছিল···আসে আর যায়,
কেউবা দুধের লাইনে ভিড় জমায়।
তারই পাশে এক ভিখারিণী আছে বসে,
চারবছরের মেয়েটাকে দিয়েছে এগিয়ে,
হাত পাততে বাবুদের কাছে।
শতছিন্ন গায়ের জামা, মলিন মুখ···
ভিক্ষার শিক্ষানবীশ।
মা ইসারা করে ও আরও যায় এগিয়ে—
কাতর চোখে বলে···শেখান বুলি···
বাবুগো, দাও না একটা পয়সা।
আধ আধ কথা কেউ শোনে, কেউ শোনে না,
কেউবা দেয় কিছু···কেউ দেয় না।
একটি রঙ্গীন প্রজাপতি···
বুঝি পথ ভুলে উড়ে এসেছে,
মিতালী পাতিয়েছে হঠাৎ ওই মেয়েটার সাথে।
সে বসেছে ওর মাথায়, গায়ে, হাতে,
লুফে লুফে ও ধরতে চেয়েছে তাকে—
নেচেছে প্রজাপতির পাখার বাতাসে।
ভিক্ষার মালিন্য ঢেকে গেছে,
উপছে পড়া হাসির ঝলকে।

রেগে মা এসে ধরেছে কান, মুখে মেরেছে চড়।
ভিক্ষে ভুলে প্রজাপতি নিয়ে খেলা?

ভিক্ষে কর—
তুই না ভিখারিণী মেয়ে ?

সেই কাতর মুখ, সেই জল ভরা চোখ—
বলে, বাবুগো···দাও না একটা পয়সা···
প্রজাপতি তখন উড়ে গেছে বুঝি
লালদীঘির আকাশে।

৪০

আবার এসেছে মহাপূজা—
ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে এসেছেন দশভুজা,
কাঙ্গালের মত,
সঙ্গে নিয়ে বুভুক্ষিত আপন সন্তান যত।
কি পূজা পাইতে চাও তুমি—
ওগো কাঙ্গালিনী ?
জাগো দেবী জাগো—
কেন শুধু ভিক্ষা মাগো—
ফল, মূল, স্তোক-স্তোত্র দরিদ্র প্রাণীর কাছে ?
বিনিময়ে যেবা যাচে,
ক্ষণস্থায়ী আরামের আশা।
ভক্তি ভালবাসা—
তার, নিতান্ত ভয়ের মূল্যে কেনা।
স্বার্থপর দরিদ্রতা, সামান্য অর্থের দেনা,
শোধ করে যায়,

হস্তপুটে যাহা দেয় শতগুণে তার বেশী চায়।
তুমি না পার্ব্বতী,
পিতা তব শৈল অধিপতি—
সুন্দরের তুমি যে গৃহিণী,
কৃপণ মনের দ্বারে অন্নপূর্ণা কেন ভিখারিণী?
কৃতঘ্ন দীনতা হাসে আপনার মনে,
আড়ম্বর-আবরণে সঙ্গোপনে,
তোমারে উৎকোচ দেয় নিজ অহংকারে—
অন্ধকার আঙ্গিনায় তোমারে আনিয়া বারে বারে।
আনন্দময়ি···অয়ি সর্ব জয়ি!
সেই শক্তি কোথা তব ওগো শক্তিময়ি!
নিদ্রিত কালের বক্ষে করে পদাঘাত—।
ওগো শুভঙ্করী, সে আঘাত...
করি আজি পঙ্গু মহাকালে,
মার্জ্জনা লিখিয়া দাও কালের কপালে।

৪১

মাটি আছে মাঠ আছে,
ছোট ছোট ধানগাছ এখনো তো খেলা করে
দুরন্ত বাতাসে,
দাঁড়িয়ে বাপের কাছে,
ছোট এক ছেলে দেখে নিড়ানির কাজ
শান্ত সহজ বিশ্বাসে।

সূর্য ডোবে রাত্রি আসে,
দামোদর পারে ওঠে বিকট কঠিন কণ্ঠে
ক্রেণের আওয়াজ,
পাখিরা সহসা ত্রাসে,
অন্ধকারে ওঠে ডেকে, যেন কোঁন বৃত্র হানে
অগ্নিজিহ্ব বাজ।
চাষীর ছেলেটি জাগে,
ঘুম নেই তারও চোখে সারারাত বুকে তার
কিসের কাঁপন!
পরিচিত অনুরাগে,
কোথা যেন চিড় ধরে চারিদিকে ঝরে শুধু
নিঃশব্দ ক্রন্দন।
চুপি চুপি তারই ডাকে,
ছেলেটি বাহিরে আসে, অদূরে বাঁধের চাপে
গর্জে দামোদর—
ইস্পাতনগরী থাকে,
তারই পাশে রক্তচক্ষু দৈত্যের আক্রোশে যেন
উদ্যত নখর।
চোখে তার কী যে ক্ষুধা,
ধীরে ধীরে পা ফেলে সে ক্রমেই এগিয়ে আসে
নিয়তির মতো—
মুছে যাবে এ বসুধা—
এ ছেলে কি কোনো দিন ফিরে পাবে এই মাঠ
শস্যভারে নত?

ঘুম নেই ঘুম নেই,
কী জানি কী ভবিষ্যৎ পরিচিত জীবনের
ওপারে গোপন,
যন্ত্রের পরিধি এই,
ঘিরে আসে চারিদিকে, আশঙ্কার স্তব্ধ ঢেউয়ে
কেঁপে ওঠে মন।

৪২

আমারে লইয়া আমি নিত্য করি খেলা,
দিন রাত্রি বেলা।

আমি লীলাময়,
আপনারে নিয়ে শুধু করি অভিনয়।
আমার বিধাতা আমি, নহে কোন অদৃশ্য দেবতা
(আমি) আমারে সৃজন করি, আমি আনি
মৃত্যুর বারতা—
আমি ব্রহ্মা, আমি বিষ্ণু, আমি মহেশ্বর,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের দেব একেশ্বর।
এ কথাত বোঝে না মানুষ,
ঊর্ধলোকে চেয়ে দেখে দেবতা ফানুস।
তাঁহারে প্রণাম করে সে শূন্য অম্বরে,
মিথ্যা শুধু মৃত্যুভয় তরে।
আপনারে করে প্রবঞ্চনা—

তাও সে বোঝে না।
মনের সহস্র-পদ্মে সহস্র যে আমি,
অন্য কেহ নহে আর আমি অন্তর্যামী।
অনন্ত এ, ইচ্ছার সাগরে···অনন্ত শয়ন—
অনন্ত নাগিনী ঘেরা আমি নারায়ণ।
অনন্ত সে জীবন আমার,
রূপে রূপে জন্ম নেয় নিত্য বারংবার।

৪৩

অমায় তুমি করবে দয়া জানি।
তাইতো তোমায় আমার বলে মানি॥
ঘন মেঘে আকাশ যখন ছাওয়া।
নিকষ সোনায় দেখি তোমার চাওয়া॥
ব্যথার সাগর ঊর্মিমুখর যবে।
তোমারই গান শুনি যে সেই রবে॥
মানুষ-দানব আঘাত যখন হানে।
সেই আঘাতে তোমার পরশ আনে॥
এমন করে যখন যাহার মাঝে।
আপনারে হারাই নানা কাজে॥
আসলে তুমি বাসলে মোরে ভালো।
সকল আঁধার আমার হলো আলো॥

৪৪

তোমার চিঠি যেন হংস বলাকা…
বার্তাবহ, বার্তা নিয়ে এল সমগ্র দিল্লীর।
আকাশের গায়ে গায়ে আলপনা এঁকে,
রচনা করেছে যেন কাব্যের অরুণিমা।
শীতের দিল্লী—মুঠো মুঠো সুন্দরতায় ভরা—
রাজের ময়ূর আর হলুদরংএর সরষে ফুল,
শ্যামল প্রান্তরে শালিক তিতিরের—
গুচ্ছ গুচ্ছ পুচ্ছের নাচন,
দোলা লাগায় কোলকাতার নাট্যকারের মনে,
তাই কখন আনমনে—
ক্যাসিয়োনোডাসার কবিকে জানায় নমস্কার।

কবি তুমি,
তুমি যেন ওয়েসিস…মরু-দিল্লীর।
১৮নং লেক স্কোয়ার…
শিমুলতলার ছায়া—
অনেক কবি…সাহিত্যিকের ছায়াপথ,
চৈত্র রাতের আলো ঝলমল করা ছায়াপথ।
নাটক লিখেছি…তাই নাট্যকার।
কবে হবো নাট্যকার ভবিষ্যের অভিসারে
তার মিলবে প্রমাণ।
কিন্তু সে সম্মান তুমি দিলে,
মিলন-সংঘের সন্ধ্যা-প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোকে,

প্রদীপ্ত হয়ে রইল—
আমার জীবনের প্রথম নাগরিক সম্বর্ধনা।
গোলমার্কেটের ছোট্ট ঘর...
বিশ্বের দরবার গৃহ হয়ে বাসা বেঁধেছে মনে।
সুধীজনে কবি বলে জেনেছে তোমার
অখ্যাত বন্ধুকে।
তৃপ্তির জয়মাল্য এনে দিলে তুমি পুরোহিত।

কবে পাখায় লাগবে বাতাস,
আবার দিল্লী কবে যাবো...ভাবি তাই
মন উড়ি উড়ি করে।

৪৫

ষ্ট্যাটফোর্ড অন অ্যাভন,
চারশতাব্দীর অতীত সূর্য—
পাঠিয়েছিল তার বাণীর দূত···
সে এক অদ্ভুত প্রকাশ।
বিকশিত শ্বেত সরোজের পাপড়িতে—
লেগেছিল দোলা,
অ্যাভনের লিলিকে ডেকে বলেছিল সে ..
আমি এলাম···আমি এলাম...।
কে এল কোথায়?
ঘণ্টা বাজে গির্জায় গির্জায়।
অ্যাভনের নীল জল ঢেউএ ঢেউএ নাচে···
সাগর উচ্ছলি ওঠে...নীল সিন্ধুজল...
অতলান্ত কথা বলে।

সেই কথা শুনেছিল অনন্ত আকাশ···।
আকাশ প্রদীপ জ্বলে···
থরে থরে সাজানো সে প্রদীপের মালা।
জীবনের রঙ্গমঞ্চে আলোকের তির্যক প্রকাশ...
কত রাজা, কত রাণী, রাজার কুমারী···
রাজপুত্র, রাজভৃত্য, মন্ত্রী, সেনাপতি,
অগণিত মানুষের প্রবেশ—প্রস্থান—
জীবনের নাট্যশালা।
অঙ্ক শেষ হয়···শূন্যপ্রেক্ষাগৃহ...
তখনও জ্বলিছে আলো।
নিত্য নিশিদিন জিজ্ঞাসা সে করে জনে জনে...
এ অভিনয় লেগেছে কি ভালো ?
অভিনয়...অভিনয় বটে···চরম এ অভিনয়।
সাম্রাজ্যের বিষণ্ণ-বিস্তার আত্ম-অপচয়,
মানুষের ঘরে ঘরে দুর্জয় কামনা...
স্বার্থের সামান্য ক্ষতি...স্ফীতকায় হিংস্র অজগর—
নিয়ত হানিছে ফণা।
থর থর কাঁপে হিয়া বিশ্বচরাচর···
অঙ্কে অঙ্কে তবু অভিনয়।
যে দেখেছে, যে জেনেছে...যে দিয়েছে সত্যের খবর,
সে যে এক দর্শন শিখর...
নাট্যকার...উইলিয়ম সেক্সপীয়র—।

একখানা চিঠি·········
লাদক সীমান্ত থেকে লিখেছে এক নির্ভিক সৈনিক,
ভারত···সৈনিক।
মাকে লেখা একখানা চিঠি—
চম্বুলের কাছাকাছি বরফঘেরা ওই চূড়া পাহাড়ের,
প্রহরায় আছি মাগো··· !
মাঝে মাঝে শব্দ শুনি···শত্রু কামানের,
এতটুকু ভয় নেই মাগো······
আমি জানি, মোর সাথে নিত্য তুমি নিশি জাগো।
একখানা চিঠি···
মাগো, ভারতের কত প্রাণ···
শত মৃত্যুর সঙ্গে মোকাবিলা করেছে···
কত নির্যাতনের নির্যাসে···এসেছে এই স্বাধীনতা।
আমাদের তাজা রক্তের দুর্দ্ধর্ষতা···
মাতৃ আশীর্ব্বাদের অমোঘ কল্যাণে দীপ্ত,
হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় রেখে যাবে স্বাক্ষর—
স্বাধীনতার আস্বাদ।
পীত বর্বরতার কবরে কবরে···
মানবতার মুখোস পরা দৈত্যের দম্ভ হবে চূর্ণ,
রাজ্যলোলুপ হিংস্রতার আস্ফালন দীর্ণ হবে।
দুঃখ করো না মাগো···
যদি না ফিরি···যদি না নিতে পারি চরণের ধূলি,
তুমিত আমার মা।

কতদূর আর কামেং পাহাড় কতদূর··· ?
ওরা চারজন···
দুইজনে···দুইজনে ওরা চারজন—এগিয়ে চলে.
শঙ্কাহীন নির্ভয় অন্ধকার গিরীগুহা পথ,
ঘনবন, নিবিড় নেফার বুকে চীনার চাতুরী,
দিরাং-এর আশেপাশে শ্যেনদৃষ্টি পীতের ইসারা,
ক্ষিপ্ত শার্দ্দুল···সর্প···ড্রাগন নখর।
তবু ওরা চলে……
দুইজনে দুইজনে…ওরা চারজন।
প্রশান্ত উদার…অসীম শৌর্য্যের প্রাণ,
জানে ওরা মৃত্যুর তুচ্ছতা।
কতদূব আর কামেং পাহাড় কতদূর… ?
অনাহারে আশিজন ভারত-জোয়ান···দিক্‌ভ্রান্ত—
চীনা বেড়াজালে।
মনপারা বলে গেছে……অনাহারে মরে,
আশিজন ভারত-জোয়ান……
ওরা চারজন……
প্রাণ-তরী বিশাল সাগর মাঝে মরা জাহাজের···।
হিংস্র হাঙ্গর দল করে কিল্‌বিল্—
উপরেতে ওড়ে বজ্রচিল।
ঘনবন, নিবিড় নেফার বুকে চীনার চাতুরী।
দিরাংএর আশেপাশে শ্যেনদৃষ্টি পীতের ইসারা
ক্ষিপ্ত শার্দ্দুল ··সর্প…ড্রাগন নখর

তবু ওরা চলে ..
দুইজনে...দুইজনে ওরা চারজন।

৪৮

তুমি মহাকাশে গিয়েছিলে,
পৃথিবী ছেড়ে অনেক দূরে···অনেক···অনেক দূরে···
নিঃসীম নীলিমায়।
পরম আগ্রহে তোমার নিসর্গ-কথা আমরা শুনেছিলাম।
ভেবেছিলাম পৃথিবীর বরকন্যা স্বর্গ বিজয়ে বেরিয়েছে।
তোমার গান আমরা শুনেছিলাম।
তুমি যে গান গেয়েছিলে···সে গান,
মহাকাশচারী কোন জোতিষ্কের মনে কি দিয়েছিল দোলা?
শূন্য-সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে কি জেগেছিল উদ্বেল পিয়াস?
অনুরণিত নৈঃশব্দের নির্জিত নির্ঝরে,
সেকি পাঠিয়েছিল তোমায় গোপন বার্তা···
ওগো বিদেশিনী তুমি সুন্দর।
তোমার উৎসুক নয়ন কি খুঁজেছিল কাউকে···
শূন্য হ'তে আরও···আরও শূন্যে?
তখন কি তোমার মনে হয়েছিল তুমি পৃথিবীতে নেই ..
আবেশে ঘুম নেমেছিল তোমার চোখে?
তুমি যখন ঘুম থেকে জেগেছিলে···ভেবেছিলে কি···
পৃথিবীতে এখন সূর্য উঠেছে···পাখীরা গান গেয়ে মাতামাতি করছে?
ফুলের বনে ভ্রমর গুঞ্জন শুরু করেছে,
চিমনীর ধোঁয়া তেমনি উঠছে উপরে?
তুমিত আরও উপরে···অনেক উপরে···তুমি শঙ্খচিল,

ঝিল্‌মিল্‌ করা তারার রাজ্যের কাছাকাছি।
'তারার দেশ' আর কতদূর বলতে পার?
তোমার দুরন্ত কক্ষের সান্নিধ্যে কোন তারা কি এসে দাঁড়িয়েছিল?
বলেছিল…ওগো ধরার মেয়ে কেন এই মহাশূন্যের স্বাদ?
আমরা যে চেয়েই আছি জন্ম জন্ম ধরে ধরার পানে,
কোটী জন্মের তপস্যায় যদি ছিট্‌কে পড়তে পারি ধরার কোলে,
মধুময় পৃথিবীর ধূলি।
তুমি আমাদের কক্ষ-জীবনের অনন্ত মূল্য পেয়েছো,
ওগো আকাশচারিণী!
তাই তুমি বিজয়িনী.
তুমি বিজয়িনী ভালেন্তিনা।

৪৯

সৃষ্টির রহস্য-চক্র চির অন্ধকার ভরা।
শত শত সূর্যের প্রাচীরে ঘেরা,
অন্ধ-কারাগার।
আমরা সামান্য প্রাণী প্রাণ নিয়ে ভয়,
সন্দেহ, সংশয়,
সহস্র প্রহরী যেন নিয়ত রয়েছে দ্বারে,
সঙ্গীন তুলিয়া।
ভূত, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনী,
সকলেরে কিছু কিছু মানি,
অন্ধ ভক্তি দিয়া।
অপ-দেব, ক্ষুদ্রদেবতারে,

অন্ধ নমস্কারে,
গাঢ়তর করি সেই বিরাট আঁধারে।
সে আঁধার তিমির-নয়নী,
কালীরূপা করাল বদনী,
শিবেরে দলিত করে চরণ আঘাতে।
চারিদিকে সূচিভেদ্য অন্ধকার
লুব্ধ শৃগাল দল করিছে চীৎকার,
মহাকালী নাচিছে তাণ্ডবে,
নীচেয় ফেলিয়া ঐ সুন্দরের শবে।
দিকে দিকে অনাচার তাই অত্যাচার
ধরণী কাঁদিয়া ফিরে,
কোথা তুমি সুন্দর আমার।
ঐ যে অযুত প্রাণী প্রাঙ্গণে
পূজিয়া মরে,
মিথ্যা অন্ধকারে,
কে বাঁচাবে তাহাদের ?
আসিল মানুষ | মানুষ-সুন্দর ?
প্রেমের প্রদীপ জ্বালি রাখিল প্রাঙ্গণে।
অন্ধকার জিহ্বা-কাটি লজ্জিত নয়নে,
দাঁড়াল থমকি।
চারিদিকে একি দেখি,
জ্বলিতেছে অসত্যের চিতা—
অন্ধকারে করে দীপান্বিতা।

পথ ঘুরে গেল…

জয়রামবাটী সাত মাইল পথ।

সাত সুমুদ্দুর তেরনদী পার হয়ে কত যাত্রী আসে,

মুকুলধরা আম গাছ, আকাশ ছোঁয়া তাল তমালের সারি,

বেনুবনের আঁকাবাঁকা পথ .

আমোদরের স্বচ্ছ নীল জল একে একে সরে দাঁড়ায়

শেষ হয় সাত মাইল।

জয়রামবাটী .

সারদাদেবীর পূত পুন্য জন্মভূমি…

তাঁর পরশ রয়েছে এর মাটিতে, এর বাতাসে, এর আকাশে।

মনের আকাশে অতীতের তারাগুলি ভিড় জমায়,

দেখি পাঁচ বছরের মেয়ে,

গিয়েছে যাত্রা শুনতে ঐ পাশের গাঁয়ে,

শিব সেজেছে ঐ যে আত্মভোলা ছেলেটি,

মনে মনে বলেছে তাকে "তুমিই আমার বর।

সেদিনের সয়ম্বরা

একদিন বরের মালা পরিয়েছিল…সত্যি পরিয়েছিল,

কামারপুকুরের ঐ যাত্রাদলের ছেলেটির গলায়।

দেখলাম যেন,

গদাধর বরবেশে এসেছেন

কতলোক এসেছেন .বসেছেন ..কত সামাজিক আপ্যায়ণ ..

যেখানে মাথা উঁচু করে উঠেছে মঠ।

হয়তো বরযাত্রীরা পাতা পেতে বসেছেন…

বরভোজনে।

কত কথা...

কত আনন্দ...কত বিরহ-মিলনের ব্যথা...

মূর্ত হয়ে আছে এর শ্যামস্নিগ্ধ সময়ের দেয়ালে।

সেদিন একটি মেয়ে শঙ্খ বাজিয়েছিল...

সিংহবাহিনীর মন্দিরে।

সে বুঝি...আজ...দাঁড়িয়ে আছে

আজও...সে শঙ্খ বাজায়।

দেবী সারদা আর সিংহবাহিনী

আমোদরের সানবাঁধা ঘাটে,

আজও বুঝি কুল কুল ধ্বনি জাগে...

যখন মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যারতি হয়,

সন্ধ্যাতারা চেয়ে থাকে জয়রামবাটীর আকাশে আকাশে।

জয়রামবাটীর মাটি মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়াই।

পথ বলে...

আরও একটু এগিয়ে চলো তিন মাইল পথ।

ভূতিরখাল পেরিয়ে গিয়ে শিবের মন্দির,

আর হালদারপুকুর...

গাঁয়ের নাম কামারপুকুর।

গদাধরের লাগানো আমগাছ, সেই পর্ণকুটীর,

ঢেঁকীশালের মাটি ফুঁড়ে মঠ দাঁড়িয়েছে,

রামকৃষ্ণ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে বসে আছেন।

জোটবেঁধে ফুলেরা লুটিয়ে পড়ে প্রতিদিন...

—পরম পরিনতির বিপুল বিশ্বাস।

হঠাৎ দেখতে পেলাম যেন,

নিজের হাতে আমগাছের চারাটি লাগিয়েছে,

যাত্রাদলের গদাই।

কেমন কচি কচি পাতা লক্ লক্ করে বেড়ে উঠেছে

নয়ন ভরে চেয়ে চেয়ে দেখে আর দেখে।

কালবৈশাখীর ঝড়ে দুলে দুলে কেঁপে কেঁপে উঠেছে সে,

বুকদিয়ে জড়িয়ে ধরে আছেন কিশোর-ঠাকুর সারাক্ষণ

পাছে ঝড়ে ও ভেঙ্গে যায় ও ব্যথা পায়।

ঝড় উঠেছে বায়ু আর ঈশানকোণে কালো কালো মেঘের দৌরাত্ম্য

সমগ্র মানবতার অমৃত পাদপ ঝড়ের তাণ্ডবে কম্পমান।

বুঝি ভেঙ্গে পড়ে, বুঝি লুটিয়ে পড়ে ধূলায়!

কামারপুকুরের ঠাকুরের সেই আমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছি।

দেখতে পেলাম যেন,

কিশোরঠাকুর আজও দাঁড়িয়ে আছেন,

আমগাছটিকে বুকে জড়িয়ে,

মুকুলের সমাবেশ

তাঁর মুখে অফুরন্ত হাসি⋯সেই হাসি।

জয়রামবাটী আর কামারপুকুর,

সারদাদেবী আর রামকৃষ্ণঠাকুর,

বৃন্দাবন আর মথুরা

মাঝখানে তিন মাইল পথ...কালের কালিন্দী...

বাঁশী বাজে⋯নিত্যকালের বিরহ-যমুনার কূলে কূলে⋯

আজও বাঁশী বাজে।